স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন পরবর্তী এবং উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ ঘোষণা করেছে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অর্থনীতি ও প্রযুক্তি খাতের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করাই এর মূল লক্ষ্য। দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে রূপকল্প স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে অর্থনীতিতে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, সেই গতিশীলতাকে ধরে রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে আইসিটি খাতের অবদান ২০ শতাংশের বেশি নিশ্চিত করা সম্ভব।

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ এর মূল ভিত্তি হল – স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। এই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন নির্দেশনা অনুযায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্নেন্স এবং ইনোভেশন বিষয়ে বেশ কয়েকটি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের সকল পরিষেবাগুলিকে একটি পোর্টালে এক প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য, মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহের সম্পূর্ণ কনস্যুলার সেবা এবং সদর দপ্তর ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের প্রশাসনিক পরিষেবা ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সেবাগুলাকে ডিজিটালাইজেশনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্নেন্স এবং ইনোভেশন বিষয়ে বেশ কয়েকটি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ই-গভর্নেন্স এবং ইনোভেশন বিষয়ে বেশ কিছু তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক নির্দেশনা।

i. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্জন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশনা এবং মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) এর বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশের' মূল নীতিগুলি বাস্তবায়ন করার জন্য সদর দপ্তর ও বাংলাদেশ মিশনসমূহে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেই মোতাবেক ই-গভর্নেন্স এবং ইনোভেশন বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রতিশ্রুত ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্টার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বদ্ধ পরিকর। এটির জন্য যথোপযুক্ত ভিত্তি অর্জন করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ই-গভর্ন্যান্স এর ৭ টি মূল ভিত্তি (ই-নথি, ডিজিটাল আর্কাইভ, নিউরাল নেটওয়ার্ক, MyGov, Government Resource Planning (GRP), Innovation Lab এর উপর কাজ করছে। ই-গভর্ন্যান্স-এর মূল ভিত্তি গুলো প্রতিষ্ঠার ফলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখন ই-গভর্নেন্স এবং ইনোভেশনের মূল ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কাজগুলোতে মনোযোগ দিতে পারছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইতোমধ্যে সম্পাদিত কয়েকটি উদ্যোগ হল:

ক. ইউনিফাইড ও আইডেন্টিকেল ওয়েবসাইট

৭ জুলাই ২০২২ এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইউনিফাইড ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। a2i এর সহায়তায় নতুন চালুকৃত ইউনিফাইড ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রায় এক দশক দীর্ঘ প্রচেষ্টার সমাপ্তি হয়েছে। ইউনিফাইড ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৮১ টি বাংলাদেশ মিশন ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের আউটলুক একই থাকবে, কিন্তু মিশন অনুযায়ী তথ্য ভিন্ন থাকবে। পোর্টালটি অ্যাক্সেস করার জন্য শুধুমাত্র মিশনের নামটি keying-in করা প্রয়োজন। ওয়েবসাইটে এড্রেস ও মেনু বার ও একই রকম রয়েছে।

খ. MyGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কন্স্যুলার সার্ভিস ডিজিটালাইজকরণ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় MyGov টিমের সদয় সহায়তায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৩৪টি কনস্যুলার পরিষেবা এবং ২৮টি অভ্যন্তরীণ পরিষেবা আনতে সক্ষম হয়েছে। ৭২ ঘন্টা ব্যাপী ডিজাইন, ভ্যালিডেশন এবং ইন্টিগ্রেশন কর্মশালার তিনটি রাউন্ড শেষ করার পরে, ৩৪টি কনস্যুলার পরিষেবা এবং ২৮টি অভ্যন্তরীণ পরিষেবার কার্যকারিতা যাচাইকরণের জন্য ক্রস-চেক করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমস্ত পরিষেবাগুলি এখন UDC (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) এবং 333 কল-লাইন থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সমস্ত শহর ও গ্রাম থেকে MOFA আর্কিটেকচারে এক ক্লিকে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

গ. Dutabash অ্যাপ সংস্করণ 2.1

মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে "Dutabash" অ্যাপ্লিকেশনটি চালু করেছে যা ৩৪ টি কনস্যুলার এবং কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদানের জন্য (যেগুলা মন্ত্রণালয় ম্যানুয়ালি প্রদান করে থাকে) একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এই ডায়নামিক অ্যাপ্লিকেশনটি বাংলাদেশে এবং বিদেশে বসবাসকারী সেবাপ্রার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যান্ড্রয়েড এবং IOS উভয় প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু প্রযুক্তিগত এবং

প্রশাসনিক ত্রুটির জন্য অ্যাপটি আশানুরূপ কাজ করেনি। গত কয়েক মাস ধরে, মন্ত্রণালয় "Dutabash v. 02" চালু করার জন্য কাজ করেছে এবং 2021 সালের শেষ নাগাদ মন্ত্রণালয় এই অ্যাপটিকে সারা বিশ্ব জুড়ে সেবাগ্রহণকারীদের জন্য ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে।

ঘ. দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বিভিন্ন বৈঠকের জন্য Boithok অ্যাপ ব্যবহার করা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং আইসিটি বিভাগ দ্বারা যৌথভাবে উদ্ভাবিত “বৈঠক” ব্যবহারের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিল অগ্রগামী। শুধু ব্যবহারই নয়, কোভিড পরিস্থিতিতে এই app টি ব্যবহারের জন্য প্রচারণাও করা হয়েছে।

ঙ. ই-নথি ও ডি-নথি চালুকরণ

সরকারি দপ্তরসমূহে কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে সরকার প্রথম পর্যায়ে ই-নথি এবং পরবর্তীতে ডি-নথি চালু করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নথির সর্বশেষ সংস্করণ নিয়ে কাজ করছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে চালুকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দূতাবাসসমূহের অর্গানোগ্রাম নিশ্চিতকণের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ হাইকমিশনসমূহ, উপ-হাইকমিশনসমূহ, সহকারী হাইকমিশনসমূহ, কনস্যুলেট জেনারেলসমূহ, কনস্যুলেটসমূহ ও বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনসমূহে খসড়া অর্গানোগ্রাম প্রেরণ করা হয়েছে। এবং ইতোমধ্যে কয়েকটি দূতাবাসে চালু করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে সকল দূতাবাসে চালু হবে।

চ. ডিজিটাল আর্কাইভ

পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সকল সরকারি গুরুত্বপূর্ণ নথি একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কারিগরি সহায়তায় সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারযোগ্য ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে। এই আর্কাইভে প্রাথমিকভাবে ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি রেকর্ড ইলেকট্রনিক্যালি সংরক্ষণ করা যাবে। সিস্টেমটি ইতোমধ্যেই কার্যকর রয়েছে।

ছ. ইনোভেশন ল্যাব (MoFA i-Lab)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যক্তি, দল এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে ইনোভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। এটুআই এর সহযোগিতায় মন্ত্রণালয়ের নতুন ভবনে এই ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ল্যাবে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের বিভিন্ন মডেল এবং প্রোটোটাইপ প্রদর্শিত হচ্ছে।

জ. নিউরাল নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে, পররাষ্ট্র বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক বানিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে "Data Driven Decision Making" নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে একটি চ্যালেঞ্জ ফান্ড ঘোষণা করা হয়েছে যা বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ঝ. সেন্ট্রালাইজড সার্ভিস ও এক্টিভিটি ট্র্যাকার

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কন্স্যুলার সার্ভিসসমূহকে আধুনিকীকরণকে আরও এগিয়ে নিতে চালু করা হয়েছে সেন্ট্রালাইজড সার্ভিস ও এক্টিভিটি ট্র্যাকার। এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ সরাসরি এপ্যেন্টমেন্ট নেওয়ারত মাধ্যমে দূতাবাসসমূহে সেবা নিতে পারবেন। ডিজিটালি সকল সেবা প্রদান করার মাধ্যমে সময়, ভ্রমণ এবং অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি স্বচ্ছতা, দ্রুততা নিশ্চিত হচ্ছে।

DRAFT

ii. ই-গভর্নেন্স এবং ইনোভেশন বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা

স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্ভাবনের বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে আইসিটি ডোমেনে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিশদ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি ও জনকূটনীতির অংশ।

কর্মপরিকল্পনা ২০৪১

কর্মপরিকল্পনা	বিস্তারিত	সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ
সভা আয়োজন	স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণে সম্ভাবনা, প্রস্তুতি, করণীয় এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত মত বিনিময়/পর্যালোচনা সভা আয়োজন।	
কর্মশালা আয়োজন	স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণে সম্ভাবনা, প্রস্তুতি, করণীয় এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন।	
অর্থনৈতিক কূটনীতি	অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং প্রযুক্তির সমন্বয়আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।	
প্রযুক্তি ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনলাইন কোর্স	স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতা অপরিহার্য। দক্ষতা বৃদ্ধিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে কাজ করছে এবং বৈশ্বিক পরিমন্ডলে দক্ষতার স্বীকৃতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।	
স্মার্ট দূতাবাস	বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহের আধুনিকায়ন নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে।	
কন্স্যুলার সার্ভিসসমূহ এর আধুনিকীকরণ	কন্সুল্যার সার্ভিস সমূহ ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২০৪১ সাকের মধ্যে সকল কন্স্যুলার সার্ভিস ডিজিটালাইজড হবে এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে কার্যক্রম চালু রয়েছে এবং বর্তমান সেবা সমূহকে আপগ্রেড করা হবে।	
নিউরাল নেটওয়ার্ক	বাংলাদেশের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে, পররাষ্ট্র বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক বানিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে "Data Driven Decision Making" নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিভিন্ন সেবা নিয়ে কাজ করবে এবং বর্তমান সেবা সমূহে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংযোজনে কাজ করবে।	
সাইবার সিকিউরিটি	সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরসনে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর উদ্যোগ নেওয়া হবে।	
দক্ষতা বৃদ্ধি	সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দক্ষ জনবল গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেশন সহ সাইবার ড্রিল আয়োজন করা হবে।	
প্রশিক্ষণ	দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন টুলস, অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।	
জিআরপি (GRP)	ইতিমধ্যেই সদর দপ্তর এবং বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ মিশনে সরকারী সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনার জন্য জিআরপি ব্যবস্থা চালু করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে গত ০৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারি সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণে GRP একটি সহায়ক হাতিয়ার হবে।	
অভ্যন্তরীণ সেবা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অভ্যন্তরীণ সেবা সমূহকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পেপারলেস অফিস প্রতিপাদ্যকে সুসংহত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে।	
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সেবা সমূহের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন	ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১ এর সফলতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ইতোমধ্যেই অনেকগুলো সার্ভিস/সেবা ডিজিটালাইজ করেছে যা দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সহজ করেছে। কিন্তু এর পূর্ণ ব্যবহারোপযোগিতা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অনলাইন মাধ্যমে একটি প্ল্যাটফর্মে যুক্ত না থাকার কারণে। এ সমস্যা এড়াতে এবং উপযোগিতা বাড়াতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার ডিজিটাইলজড সার্ভিস সমূহ অন্যান্য সার্ভিসের সাথে ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।	
নীতিমালা	স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতিমালা প্রণয়ন করবে।	
কোর কম্পিউটিং	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইসিটি খাতে অবদান রাখতে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং – ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করবে।	
ব্রান্ডিং	ব্রান্ডিং – পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১) নেশন ব্রান্ডিং ও ২) জেলা ব্রান্ডিং এর সাথে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যীকরণে কাজ করছে এবং প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।	
হটলাইন স্থাপন	মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহে সরাসরি যোগাযোগ চালু করার লক্ষ্যে একটি হট লাইন স্থাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	

ইন্টিগ্রেটেড কল সেন্টার	নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিদেশস্থ প্রবাসীদের নানা সমস্যার সমাধানকল্পে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি সমন্বিত কল সেন্টার চালু করবে যা ২৪/৭ সচল থাকবে এবং যেকোনো সময়ে সেবা পাওয়া যাবে।	
ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম	উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন, অভিন্ন ওয়েবসাইট এর সাপোর্ট সেন্টার, মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য একটি আধুনিক ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।	
Crypto Communication	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের প্রথম ব্লকচেইন ভিত্তিক সার্ভিস শুরু করতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ক্রিপ্টো যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে যাতে মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহ সরাসরি যুক্ত হবে।	
	প্রাইভেট ইকুইটি, ফিনটেক, Artificial General Intelligence – কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন, ডাটা নির্ভর নেটওয়ার্ক যা পুঁজিবাজারের বিস্তৃতিকরণের জন্য এবং পোর্টফলিও বিনিয়োগের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।	

DRAFT